وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ
نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾ فَلَا
أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي
قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَ
مَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ
رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾
لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

سُورَةُ الْانْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعَ عَشْرَةَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ
فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾

(৮) যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, (৯) কি অপরাধে তাকে হত্য করা করা হল? (১০) যখন আমলনামা খোলা হবে, (১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (১২) যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে (১৩) এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, (১৪) তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে। (১৫) আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়, (১৬) চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ নিশাবসান ও (১৮) প্রভাত আগমন কালের, (১৯) নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, (২০) যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, (২১) সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (২৩) তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। (২৪) তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না। (২৫) এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। (২৬) অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্যে উপদেশ, (২৮) তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। (২৯) তোমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

সূরা আল-ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১৯।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু—

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, (৩) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৪) এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ — موءودة—এর অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। জাহেলিয়াত যুগের আরবরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে।

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ - كشط —এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। বাহ্যতঃ এটা প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই অবস্থাকে كشط শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ লিখেছেন গুছিয়ে নেয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে গুছিয়ে নেয়া হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ অর্থাৎ, কেয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্ম — সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে — আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোন বিশেষ পন্থায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা যায়।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ অর্থাৎ, এই কোরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহ্র বিশ্বাসভাজন। পয়গাম আনা-নেয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশী করার সম্ভাবনা নেই। এখানে رَسُولٍ كَرِيمٍ বলে বাহ্যতঃ জিবরাঈল (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের ন্যায় ফেরেশতাগণের বেলায়ও রসূল শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল (আঃ)-এর জন্যে বিনা দ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ তিনি যে, আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মেরাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে امين — তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কোন কোন তফসীরবিদ رسول امين —এর অর্থ নিয়েছেন মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁরা উল্লেখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সদর্থ করে তাঁর জন্যে প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাহাত্ম্য এবং কাফেরদের অলীক অভিযোগের জওয়াব দেয়া হয়েছে। وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ —যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে উন্মাদ বলত, এতে তাদেরকে জওয়াব দেয়া হয়েছে। وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ — অর্থাৎ, তিনি জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছে فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসল আকার-আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

সূরা তাকভীর সমাপ্ত

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝٦ ٱلَّذِى خَلَقَكَ
فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلْ
تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۝٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كَٰتِبِينَ ۝١١
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ۝١٣ وَإِنَّ
ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ ۝١٤ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۝١٥ وَمَا هُمْ
عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ۝١٦ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۝١٧ ثُمَّ مَآ
أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۝١٨ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ
شَيْـًٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ۝١٩

سُورَةُ المُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ست وثلاثون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم
مَّبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ
ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٦ كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ۝٧ وَمَآ أَدْرَىٰكَ
مَا سِجِّينٌ ۝٨ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ۝٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝١٠

(৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৯) কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না; বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর। (১০) অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। (১১) সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। (১২) তারা জানে যা তোমরা কর। (১৩) সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে। (১৪) এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে ; (১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। (১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (১৭) আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র।

সূরা আত্-তাত্‌ফীফ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৩৬।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, (২) যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় (৩) এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। (৫) সেই মহাদিবসে, (৬) যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে। (৭) এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। (৮) আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? (৯) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (১০) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের,

সূরা আল-ইনফিতার

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ অর্থাৎ, আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্র-সমূহ ঝরে পড়া, মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কেয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। অগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি, কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে, সে তার সওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ লিখিত হতে থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামতের ভয়াবহ কাজ-কারবার উল্লেখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ ভুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ হে মানুষ, তোমার সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহ্‌র নাফরমানী শুরু করেছ?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে- فَعَدَلَكَ অর্থাৎ, তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন, যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। মানব সৃষ্টিতে যদিও রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে, কিন্তু খোদায়ী রহস্য এগুলোর সমন্বয়ে একটি সুষম মেজায তৈরী করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে —

فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সব মানুষকে একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির এসব প্রারম্ভিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ হে অনবধান মানব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোঁকা খেলে